পঞ্চায়েতে চুরি

দুরন্ত বার্তা, ইটাহার, ৩১ মে ঃপঞ্চায়েত অফিসে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইটাহারে। ইটাহার সদর গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের তালা ভেঙে কম্পিউটার, ল্যাপটপ সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র লোপাট করে নিয়ে গিয়েছে দুস্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়ে পঞ্চায়েত অফিসে ছুটে আসেন বিজেপির প্রধান অশোক বর্মন সহ দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরা। খবর পেয়ে পঞ্চায়েত অফিসে আসে ইটাহার থানার পুলিশ। পুলিশ ইটাহার গ্রামপঞ্চায়েত অফিসের কয়েকজন কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইটাহার ব্লক সদরেই রয়েছে ইটাহার গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস। সোমবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক অস্থায়ী কর্মী অফিসে আসার পরই লক্ষ্য করেন অফিসের মূল গ্রীলের গেট তালাবন্ধ থাকলেও অফিসের সমস্ত ঘরের দরজার তালা ভাঙা। তিনি সাথে সাথেই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অশোক বর্মনকে খবর দেন। খবর দেওয়া হয় ইটাহার থানার পুলিশকেও। পুলিশ এলে অফিসের মূল গেটের তালা খুলে দেখা যায় সমস্ত ঘরের তালা ভাঙা। ঘরের ভেতরে থাকা কম্পিউটার এবং আলমারি ভেঙে ভেতর থেকে ল্যাপটপ সহ বহু মূল্যবান সামগ্রী খোয়া গিয়েছে। বহু জরুরি কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে দুস্কৃতীরা। ইটাহার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক বর্মন বলেন, অফিসের মূল গেটে তালাবন্ধ করা থাকলেও দোতালার সিড়ির গেটে তালা দেওয়া থাকে না। অনুমান দুস্কৃতীরা সেই পথেই ভেতরে প্রবেশ করে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ইটাহার থানায় চুরির ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইটাহার থানার পুলিশ।

পুলিশী তৎপরতা

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৩১ মে ঃ সংক্রমণ রোধে তৎপর দার্জিলিং পুলিশ। করোনাকে বাগে আনতে রাজ্যে চলছে সরকারি বিধি নিষেধ। কোনো ভাবে যাতে সরকারি বিধি নিষেধের কেউ ভঙ্গ না করেন তা নজর রেখে সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েরও পুলিশ তৎপর। সময় মেনে যাতে দার্জিলিংয়ে দোকান খোলা ও বন্ধ হয়। অযথা কেউ যাতে বাড়ির বাইরে বার না হয়, পাশাপাশি শৈল শহরে সামাজিক দূরত্বর যাতে সঠিক ভাবে পালন করেন সকল পাহাড়বাসী তা লক্ষ্য রাখতে বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন সহ দার্জিলিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে রাস্তায় বার হওয়া গাড়ি থামিয়ে কারণ যাঁচাই করা সহ দার্জিলিংবাসীকে সচেতন করে দার্জিলিং পুলিশ।

খদ্দেরের অপেক্ষায় জাতীয় সড়কের ওপর সার দিয়ে বসে ব্যবসায়ী ও চাষিরা

ভরা মরশুমে লোকসানের শিকার মালদার আম

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ মে ঃ মালদার বিভিন্ন বাজারে, এমনকি নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে সারি দিয়ে বসে আম বিক্রেতারা। কিন্তু খদ্দের নেই। লকডাউনের মধ্যে সবথেকে সুস্বাদু গোপালভোগ, আম্রপলি, লক্ষ্ণণভোগ, গোলাপখাস, হিমসাগর আমের দাম বিক্রি হচ্ছে মাত্র পনের থেকে কুড়ি টাকা কিলো দরে। তাও কেনার লোক নেই। অথচ বিগত বছরগুলোতে ওইসব আম ৭০ থেকে ৮০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হয়ে এসেছে। কিন্তু এবারের করোনা পরিস্থিতিতে চিত্রটা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। গত বছর থেকেই আম বিক্রিতে চরম লোকসান করে আসছেন আম চাষী থেকে ব্যবসায়ীরা। এমনকি মজুত থাকা আম বেশিদিন রাখতে পারছেন না চাষি এবং ব্যবসায়ীরা। দ্রুত পচন ধরে যাওয়ার কারনেই অনেক চাষি থেকে বিক্রেতারা আবার আম ফেলে দিচ্ছেন। কেউ আবার গবাদি পশুদের খাইয়ে দিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে ৩০ মে পর্যন্ত লকডাউনের সময়সীমা থাকলেও, তার মেয়াদ ১৫ জুন পর্যন্ত করেছে রাজ্য সরকার। আর তাতেই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন মালদার আম চাষীরা। তাঁদের বক্তব্য, লকডাউনের মধ্যে গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরের জেলায় অথবা ভিন রাজ্যে রপ্তানি করা যাচ্ছে না আম। খদ্দেরের অভাবে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে সুস্বাদু অনেক জাতের আম। লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে চাষি এবং ব্যবসায়ীদের। এই পরিস্থিতিতে সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন মালদার আম ব্যবসায়ী থেকে চাষীরা। উদ্যানপালন দফতরের উপ অধিকর্তা কৃষ্ণেন্দু নন্দন জানিয়েছেন, অনুকূল আবহাওয়া থাকার কারণে এবছর মালদায় আমের ফলন ভাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে বাজারে গোপালভোগ, লক্ষ্ণণভোগ, গোলাপখাস সহ বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু আম উঠতে শুরু করেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে এবছর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিক টন আমের উৎপাদন হতে পারে। উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় প্রায় হাজার হেক্টর জমিজুড়ে আম চাষ হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে গোপালভোগ, গোলাপখাস, লক্ষণভোগ, আম্রপালি, হিমসাগর এরকম প্রায় কুড়ি জাতের আম বাজারে চলে এসেছে। যেগুলি ২০ থেকে ২৫ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। অথচ এসব জাতের আমের দাম প্রতি বছরই ৭০ থেকে ৮০ টাকা কিলো হয়ে থাকে। লকডাউনের জেরে এই পরিস্থিতি বলেও মনে করা হচ্ছে। মালদা শহরের রথবাড়ি, নেতাজি পুর মার্কেট, রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন আম বাজার, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, শহরের কাজী আজহারউদ্দিন মার্কেট, ফোয়ারা মোড়, চিত্তরঞ্জন মার্কেট সহ একাধিক এলাকায় বিভিন্ন জাতের সুস্বাদু আম নিয়ে বিক্রেতারা পসরা সাজিয়ে বসেছেন। কিন্তু খদ্দেরের অভাবে চরম লোকসানের মুখে পড়েছেন আম বিক্রেতারা। তাঁদের বক্তব্য, অল্প করে আম উঠালেও তা বিক্রি হচ্ছে না। ফলে দু'চারদিন রাখার পরে আম গবাদিপশুকে খাইয়ে দিতে হচ্ছে। লোকসান করে তো আর বেশিদিন আম বিক্রি করা যায় না। তাই কয়েকদিন দেখার পরে আম বিক্রি বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ, পনেরো থেকে কুড়ি টাকা কিলো দরে এই সুস্বাদু জাতের আম কেনার খদ্দের নেই। এরজন্য করোনা সংক্রমণ এবং লকডাউন পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন আম বিক্রেতারা। ইংরেজবাজার শহরের যদুপুর এলাকার আম ব্যবসায়ী চৈতন্য রায় বলেন, লকডাউনের মধ্যে আম পাড়ার শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। বহু গাছে আম এখনও রয়েছে। যদিও বা আম পাড়া হচ্ছে। কিন্তু সেগুলি প্রতিবছর প্যাকেটজাত করে লরিতে করে ভিন রাজ্য বিহার, ঝাড়খন্ড, উত্তরপ্রদেশ, আসামে পাঠানো হতো। কিন্তু এবার গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার এই ফলনের রপ্তানির ক্ষেত্রে ছাড় দিলেও গাড়ি না পেলে আমরা কি করব। বাগানে পড়ে থেকে আম নষ্ট হচ্ছে। ঝড়ে যেসব আম পড়ছে সেগুলি আশেপাশের গ্রামের লোকজন কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবছর লোকসান হয়েছে তাতে সরকার যদি সহযোগিতা না করে তাহলে পরিবার নিয়ে পথে বসতে হবে অনেক আম ব্যবসায়ী ও চাষীদের। ওই আম ব্যবসায়ী বলেন, আমার কুড়ি বিঘা আমের বাগানে এবছর প্রায় ছয় থেকে সাত লক্ষ টাকার লোকসান হলো। গত বছরও হয়েছিল। কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। ইংরেজবাজারের গোপালপুর এলাকার আমচাষি বিশাল মন্ডল ও লক্ষ্মণ মণ্ডল বলেন, আমরা অন্যের বাগান লিজ নিয়ে চাষ শুরু করেছিলাম। এবছরের শুরুতে করোনা সংক্রমণ এরকম ভয়াবহ ছিল না। ফলে আম উৎপাদনে লাভ হবে এই আশা করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে সবকিছু বদলে গেল। এখন লকডাউন চলছে। আম পাড়ার জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক পাচ্ছি না। কিছু কিছু বাগানে আম পেড়ে ও গাড়ির অভাবে রপ্তানি করা যাচ্ছে না। কয়েক লক্ষ টাকার আমের ক্ষতি হলো। মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জল সাহা বলেন, পরপর দু'বছর করোনা সংক্রমণ এবং লকডাউনের জেরে চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন আম চাষীরা। এব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকেও সংগঠনের পক্ষ থেকে চিঠি লিখে জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন কি করবে। গাড়ি তো পাওয়া যাচ্ছে না। ভিন রাজ্যে আম যাবে কি ভাবে। চাষীদের এখন দিশেহারা অবস্থা। বাজারে আমের দাম নেই। এবছর প্রচুর আম উৎপাদন হয়েছে মালদায়। কিন্তু লকডাউনে সব শেষ করে দিয়েছে। আমরা রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি ক্ষতিগ্রস্ত আমচাষীদের একটি তালিকা তৈরি করুক প্রশাসন। এবং প্রয়োজন বুঝে তাদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।

কংসাবতী নদীর অস্থায়ী বাঁধ ভেঙে সমস্যায় ডেবরা

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩১ মে ঃ কংসাবতীর জলের তোড়ে ভাঙল পশ্চিম মেদিনীপুরের টাবাগেড়্যার অস্থায়ী বাঁধ। আর তাতেই সমস্যায় পড়েছেন দুপাশে সংযোগকারী প্রায় ১২-১৫টি গ্রামের মানুষ। পরিদর্শনে যান নবনির্বাচিত বিধায়ক সহ কৃষি কর্মধ্যক্ষ। তাড়াতাড়িই বাঁধ মেরামত করা হবে বলে আশ্বাস দেন তাঁরা। ঘূর্ণিঝড় যশের পরবর্তী পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিম মেদিনীপুর। বিশেষ করে জঙ্গলমহল এলাকার নদীগুলিতে জলস্তর বাড়তে থাকায় ভাঙছে বাঁধগুলি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরাতে কাঁসাই নদীতে জল বৃদ্ধি পাওয়ায় টাবাগেড়্যাতে তৈরি অস্থায়ী বাঁধ ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ১৫টি গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা। যদিও এই বাঁধের তদারকিতে নেমেছেন এলাকার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ও সেচ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বিবেক মুখোপাধ্যায়। কাঁসাই নদীর জল ছাড়ার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। এই সময় নদীর জল ধরে না রেখে জল ছাড়ার ফলে ডেবরা ব্লক এলাকায় প্লাবিত হল টাবাগেড়্যার অস্থায়ী বাঁধ এবং মুহূর্তের মধ্যে বাঁধের মাঝখানের অংশ ভেঙে ভেসে যায়। প্রায় ৮ থেকে ১০ ঘন্টা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এলাকার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা। ফলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই বাঁধ পরিদর্শন করতে যান এলাকার সেচ ও কৃষি আধিকারিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নবনির্বাচিত বিধায়ক হুমায়ুন কবীর সহ একটি দল। তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন, এটি একটি অস্থায়ী বাঁধ ছিল। কংসাবতীর জল বেড়ে যাওয়ার জন্য জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। আমরা ঘুরপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করছি এবং আমরা চেষ্টা করছি বর্ষাকালে নতুনভাবে এখানে যদি পাকাপোক্ত একটি বাঁধ গড়ে তোলা যায়। সে বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যাতে এই গ্রামের মানুষের যোগাযোগের জন্য একটা পরিকল্পনা মাফিক পাকাপোক্ত বাঁধ গড়ে তুলে দেওয়া যায়। এ বিষয়ে কৃষি ও সেচ দফতরের আধিকারিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, দীর্ঘদিন এই টাবাগেড়্যাতে একটা অস্থায়ী বাঁধ ছিল। এখান দিয়ে প্রায় ১২ থেকে ১৫টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করত, কিন্তু কংসাবতীর জলের তোড়ে রাতারাতি ভেঙে যায় এই বাঁধ। তাই এখানকার মানুষরা খুব অসুবিধায় পড়েছেন। আমরা এখন লোকজন লাগিয়ে জরুরিকালীন অবস্থায় মেরামত করে দিচ্ছি যাতে মানুষ যাতায়াত করতে পারেন। এ বিষয়ে আগেই আমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে আছে এবং আমরা নতুনভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবো।

করোনা আক্রান্তদের টেলিমেডিসিন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩১ মেঃ করোনা সংক্রমণের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে মিলছে না চিকিৎসা পরিষেবা। অনেক ডাক্তারবাবুরা নিয়মিত রোগী দেখতে পারছেন না। এমতাবস্থায় সাধারন মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন। বোলপু-শান্তিনিকেতন এলাকার এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে চলছে টেলিমেডিসিন পরিষেবা। বাড়িতে বসেই রোগী বা তাদের পরিজনেরা ভিডিওকলিং, হোয়াটসঅ্যাপ ও গুগুলমিট ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি ডাক্তারবাবুদের সাথে কথা বলছেন, রিপোর্ট দেখাতে ও প্রেসক্রিপশন নিতে পারছেন। সংস্থার কর্ণধার শ্রী মলয় পীট জানিয়েছেন, তাদের পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্যে, সারা রাজ্যব্যাপী, এমনকি রাজ্যের বাইরেও কিছু মানুষ এই পরিষেবা পাচ্ছেন ও উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়াও সর্বক্ষণের জন্য, যেকোন সমস্যায় রয়েছে হেল্পলাইন নম্বর, যেখানে সঠিক পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে দেওয়া হচ্ছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টও। ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই পরিষেবা। টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা যে কতটা সহায়ক হতে পারে, তা এই সংস্থা প্রমান করতে পেরেছে। সংস্থার এই অভিনব ও দায়িত্বশীল উদ্যোগে অনেকেই উৎসাহিত হবে বলে আশা করা যায়। এই শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন সংস্থাটি করোনা আবহের জরুরীকালীন পরিস্থিতিতে কোভিড হাসপাতাল হিসাবেও কাজ করছে। এখানে একইসাথে মিলছে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, বাড়িতে সঠিক পরিচর্যার জন্য দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যবস্থা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ। সেবামূলক কর্মকাণ্ডের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটি মানুষের প্রত্যাশা অনেকখানি পূরণ করতে পেরেছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

দুঃস্থদের সাহায্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩১ মে ঃ করোনাকালে এবং কার্যত লকডাউন পরিস্থিতিতে মানবিকতার এক নজির গড়লেন নদীয়া জেলার নবদ্বীপ উত্তর চক্রের শ্রীচৈতন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাদের অভিভাবকদের হাতে সুষম খাদ্যসামগ্রী তুলে দিলেন তাঁরা। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। করোনা আবহে রাজ্যজুড়ে কার্যত লকডাউন ঘোষণা করেছে সরকার। বন্ধ হয়ে গিয়েছে গণপরিবহণ। বন্ধ রয়েছে কলকারখানা, অফিস সহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। কর্মহীন হয়ে পড়েছেন রেলের হকার থেকে শুরু করে রিকশাচালক, টোটোচালক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ। ফলে চরম অনটনে দিন কাটছে হতদরিদ্র পরিবারগুলির। যার প্রভাব পড়েছে পরিবারগুলির শিশু ও নাবালক সদস্যদের উপরও। আর্থিক অনটনের জেরে ভালো মতো খেতেও পারছে না তারা। শিক্ষকদের ডাকে সাড়া দিয়ে খাদ্য সামগ্রী বণ্টনে এগিয়ে এল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এদিকে, বর্তমানে মহামারি ও দীর্ঘ লকডাউন পরিস্থিতির জন্য বন্ধ রয়েছে স্কুল, কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মিড-ডে মিল বন্ধ থাকলেও সেই বাবদ রেশন সরবরাহ করা হচ্ছে পড়ুয়াদের বাড়িতে। তবে তা সার্বিক পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয় বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। এই অবস্থায় নবদ্বীপ পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীচৈতন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র পড়ুয়াদের দুধ, ডিম, সয়াবিন, হেলথ ড্রিংক, ফল সহ বিভিন্ন ধরনের সুষম খাদ্যসামগ্রী বণ্টন করা হল। এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। তাঁরা জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ডাকে সাড়া দিয়েই এই আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার সমাজসেবী ও শিক্ষকরা ।

ত্রাণ নিয়ে দলবাজিতে পঞ্চায়েতে তালা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ মে ঃ ঘূর্ণিঝড় যশের প্রভাবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে চাঁচল মহাকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায়। আর সেখানেই ত্রাণ নিয়ে কংগ্রেস পরিচালিত ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দলবাজি করার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। সোমবার এই ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূলের একাংশ কর্মীরা কংগ্রেস পরিচালিত ওই গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। এরপরই পঞ্চায়েতে তালা মেরে প্রতিবাদ জানানো হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে। কংগ্রেস পরিচালিত ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিমান বসাকের অভিযোগ, ত্রাণ নিয়ে কোনোরকম দলবাজি করা হচ্ছে না। তৃণমূল নেতৃত্ব অন্যায়ভাবে এদিন পঞ্চায়েত অফিসে তালা মেরে দিয়েছে। পাল্টা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরে। কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ তাদের দলের কর্মী-সমর্থকদের ত্রাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সাধারণ মানুষকে সরকারি ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে না। গত বুধ ও বৃহস্পতিবার মালদা জেলায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। দুর্গতদের সাহায্যের জন্য ত্রাণ বিলি শুরু করেছে প্রশাসন। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এলাকায় চলছে ত্রাণ বিতরণ। কিন্তু সেই ত্রাণ বিতরণ নিয়ে এবারে কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দলবাজির অভিযোগ তুললেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এমনকি এদিন পঞ্চায়েত অফিসে তালা মেরে দেওয়া হয়। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানীয় বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী নিজামুউদ্দিন শেখ, রহিম শেখ, ইলিয়াস শেখদের অভিযোগ, ঝড়-বৃষ্টিতে আমাদের ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। ত্রাণের জন্য পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে গেলে দেখি পঞ্চায়েত বন্ধ। শুধুমাত্র রাতে পঞ্চায়েত থেকে এলাকার কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকদের বেছে বেছে ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। আমরা তৃণমূল করি বলে ত্রাণ পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে ব্লক প্রশাসনকে অভিযোগ জানানোর কথা জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্থ তৃণমূল কর্মীরা। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান বিমান বসাক। তিনি বলেন, তৃণমূল নেতারা নিজেরা ত্রিপল নিয়ে বিতরণ করতে চাইছিলেন। সেটা করতে দেওয়া হয় নি। এমনকি পঞ্চায়েতে তালা মারার অভিযোগও করেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিমান বসাক বলেন, আমাকে মোট ৫০টি ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী যারা আবেদন করবে, সরকারি আধিকারিকরা তদারকি করার পর, সেই হিসাবে বিলি করা হবে। ত্রাণ নিয়ে দলবাজির অভিযোগ তৃণমূল তুলেছে তা সম্পন্ন ভিত্তিহীন। হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল বিধায়ক তাজমুল হোসেন বলেন, কংগ্রেস পরিচালিত ওই গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ তাদের দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মুখ চিনে ত্রাণ বিলি করছেন। সাধারণ গরিব মানুষ ত্রাণ পাচ্ছেন না। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যারা ক্ষতিগ্রস্থ সকলেই যাতে ত্রাণ পায়। বিডিওকে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ছাড়লেন ৩ বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ির, ৩১ মে ঃ এবার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ছাড়লেন উত্তরবঙ্গের আরও তিন বিজেপি বিধায়ক। এর আগে বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে নিরাপত্তা ছেড়েছিলেন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই একাধিক প্রার্থীর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করেছে কেন্দ্র। নাটাবাড়ির বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামীও নিজের জন্য নিরাপত্তারক্ষী নিতে অস্বীকার করেন। এই পরিস্থিতিতে এই তিন বিধায়কের নিরাপত্তা ছাড়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে। বিষয়টা ঠিক কী? ভোটের আগেই শিলিগুড়ির বিধায়ক জানিয়েছিলেন জয়লাভ করলেও নিরাপত্তা ব্যবহার করবেন না তিনি। কারণ, স্কুটিতে ঘোরাফেরা করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তিনি। এদিকে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মণ ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তাঁরা যে এলাকার বিধায়ক সেখানকার অধিকাংশ মানুষই আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া। নিরাপত্তা নিয়ে সেই এলাকায় গেলে বাসিন্দারা ভয় পাবেন। তাঁরা সমস্যার কথা জানাতেই ভয় পাবেন। সেই কারণেই নিরাপত্তা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মণ দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপিতে রয়েছেন। এর আগেও ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তবে জেতেননি। এবারই প্রথম জিতেছেন। শিলিগুড়ির বিধায়ক দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর সিপিএমের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। অশোক ভট্টাচার্যের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। একুশের নির্বাচনের আগেই বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। অশোক ভট্টাচার্যকে পরাজিত করে শিলিগুড়ি আসনে জয়ী হন তিনি। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন তৃণমূলে ছিলেন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। সূত্রের খবর, এই নিরাপত্তারক্ষীদের রাখতে গেলে তার সমস্ত খরচ নিজেকেই বহন করতে হয়। থাকা-খাওয়া থেকে সমস্ত খরচ ওই নেতাকেই নিতে হয়। এই খরচ যথেষ্ট ব্যয়বহুল। অনেকেই তা করতে পারছেন না বলেই খবর। সে কারণেও অনেকে নিরাপত্তা ছেড়ে দিতে চাইছেন বলে খবর। এ ক্ষেত্রে অনেকটাই ব্যতিক্রম রুদ্রনীল ঘোষ। ভোটে হারলেও এখনই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা খোয়াচ্ছেন না ভবানীপুরে বিজেপির তারকা প্রার্থী।

শিলিগুড়িতে ফিল্ড হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ মে ঃ করোনা চিকিৎসায় চালু হল ২০ শয্যার ফিল্ড হাসপাতাল। সোমবার শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন একটি বহুতলে গড়ে তোলা এই হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক এস পন্নামবলম এবং শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা। এছাড়াও ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ কল্যাণ খাঁ, ডাঃ পি ডি ভুটিয়া, ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত সহ অন্যরা। শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এবং কলকাতার লিভার ফাউন্ডেশন, কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক ও ফোরাম ফর হিউম্যানিটি নামে সামাজিক সংগঠনের সহযোগিতায় গড়ে তোলা হয়েছে এই হাসপাতালটি। করোনা পরিস্থিতিতে তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গৌতমবাবু। সমস্ত রকম সাহায্যে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এই ফিল্ড হাসপাতাল যাতে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই প্রচেষ্টার জন্য সকলকে পাশে থাকার আহ্বান জানানো হয়। কিছুদিন যাবৎ করোনা সংক্রমণের সংখ্যা কিছুটা কমলেও পরবর্তিতে তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে বলে চিকিৎসকদের আশঙ্কা। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, লকডাউন চলার কারণে সংক্রমণ কিছুটা কম রয়েছে। তবে যখন সবকিছু থেকে বিধিনিষেধ সরিয়ে নেওয়া হবে সেসময় নতুন করে সংক্রমণ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি যাতে হাতের নাগালের বাইরে না যায় তারজন্যে সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এখন থেকে সেফ হোমগুলি চালানোর ক্ষেত্রে যদি কোনও রকম ঢিলেমি দেওয়া হয় তাহলে পরবর্তিতে আরও বড় সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

মাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড

CIN : L17297WB1981PLC034226
রেজি. অফিস ঃ ৪, রুম নং. ৪০৭, ৪ র্থ ফ্লোর,
পারমিসিস নং. ৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেলঃ investors@mavensbiotech.com, ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com

সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী ত্রৈমাসিক
এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২১
(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে			বছর শেষে	
		৩১.০৩.২১ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২১ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০ নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	৫৬,৭১২	৫৭,৯৭২	৫৭,১৮৬	২৩০,০০০	২৩০,০৫২
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে(করের পূর্বে, অতিরিক্তএবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	(৩২৪২৬৪)	(২৭০০৫২)	(৫৭৯৮৪২)	(১২৮৬০৫৩)	(৩৮০১১৯৫)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৩২৪২৬৪)	(২৭০০৫২)	(৫৭৯৮৪২)	(১২৮৬০৫৩)	(৮৩৫৫৫৮৩)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৩২৪২৬৪)	(২৭০০৫২)	(৫৭৯৮৪২)	(১২৮৬০৫৩)	(৮৩৫৫৫৮৩)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	(৩২৪২৬৪)	(২৭০০৫২)	(৫৭৯৮৪২)	(১২৮৬০৫৩)	(৮৩৫৫৫৮৩)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১০৯৯২০০০০	১০৯৯২০০০০	১০৯৯২০০০০	১০৯৯২০০০০	১০৯৯২০০০০
৭	সংরক্ষিত (রেভিলিউশান রিজার্ভ সহ যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)				(৫৪৩৭৫৪৯৯)	(৫৩০৮৯৪৪৬)
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে বছর শেষ ছাড়া) মূল ও মিশ্র	(০.০০)	(০.০০)	(০.০১)	(০.০১)	(০.০৮)

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক ও বছর সমাপ্তে নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট- www.cse-india.com। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.mavensbiotech.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড
কুলদীপ দোশী
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN : 07116760

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩১ মে, ২০২১

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড

CIN : L24230WB1982PLC034492
রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেলঃ investors@adinathbio.com,
ওয়েবসাইটঃ www.adinathbio.com

সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক বিবরণী ত্রৈমাসিক
এবং বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২১
(দেখুন ধারা ৪৭(১) (বি) সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫)

(টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে			বছর শেষে	
		৩১.০৩.২১ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২১ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০ নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	৬২,৩৮৩	৬৩,৭৭০	৬২,৯০৪	২৫৩,০০০	২৫৩,০০০
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে(করের পূর্বে, অতিরিক্তএবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	(২১৯৩৬৬)	(১৫৮১৯৮)	(৪৪০১২৪১)	(৮৮১৮৫১)	(৫১০২৬৩৬)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(২১৯৩৬৬)	(৪৫৫৮১৯৮)	(৪৪০১২৪১)	(১৬১৫১৮৫১)	(৩৪২০৯৬৪৮)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(২১৯৩৬৬)	(৪৫৫৮১৯৮)	(৪৪০১২৪১)	(১৬১৫১৮৫১)	(৩৪২০৯৬৪৮)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	(২১৯৩৬৬)	(৪৫৫৮১৯৮)	(৪৪০১২৪১)	(১৬১৫১৮৫১)	(৩৪২০৯৬৪৮)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২০৭৪২৫৬০	২২০৭৪২৫৬০	২২০৭৪২৫৬০	২২০৭৪২৫৬০	২২০৭৪২৫৬০
৭	সংরক্ষিত (রেভিলিউশান রিজার্ভ সহ যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)				(২১০১০১৮৬২)	(১৯৩৯৫০০১১)
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে বছর শেষ ছাড়া) মূল ও মিশ্র	(০.০০)	(০.০২)	(০.০২)	(০.০৭)	(০.১৫)

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক ও বছর সমাপ্তে নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট- www.bseindia.com ও www.cse-india.com। একই পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.adinathbio.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে
আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড
কিষান সিং
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN : 07526266

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩১ মে, ২০২১

শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি গেল বৌমা

বৃদ্ধা মাকে পিটিয়ে খুন করল মদ্যপ ছেলে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩১ মে ঃ শাশুড়ির সঙ্গে বনিবনা ছিল না পুত্রবধূর। রাগ করে বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে গিয়েছিলেন পুত্রবধূ। আর তারই জেরে মদ্যপ অবস্থায় নিজের বৃদ্ধ মাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠলো ছেলের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের কচুপুকুর এলাকায়। এই ঘটনার পর ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত স্বপন দাসকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পাশাপাশি পুরো ঘটনাটি নিয়ে মৃতের ছেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে থানায়। রাতেই তদন্তে যায় হবিপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করার পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধার নাম বাসন্তী দাস (৬০)। তার স্বামী দীর্ঘদিন আগেই মারা গিয়েছেন। পরিবারে তিন ছেলের মধ্যে অভিযুক্ত স্বপন দাস ছোট। পাশাপাশি আরও দুই সাবালক ছেলে নয়ন এবং বিফল দাস তারা মানসিক প্রতিবন্ধী হলে কোনরকমে সংসার চলছিল ওই বৃদ্ধার। রবিবার রাতে মা ও ছেলের মধ্যে তুমুল অশান্তি হয়। এরপর মদ্যপ অবস্থায় অভিযুক্ত ছেলে স্বপন দাস বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে এবং মায়ের মাথা থেঁতলে খুন করে বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক বছর আগে দুর্গাপুরের এক মহিলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল অভিযুক্ত স্বপন দাসের। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে পুত্রবধূর সঙ্গে শাশুড়ির বনিবনা হচ্ছিল না। কয়েক মাস আগে শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যায় স্বপন দাসের স্ত্রী। তাকে অনেকবার নিয়ে আসার চেষ্টা করে স্বামী স্বপন দাস। কিন্তু স্ত্রী আসতে চায়নি। এরপরে মায়ের সাথে অশান্তি শুরু হয় ছেলের। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে প্রতিবেশী মদন কুমার জানিয়েছেন, বৌমা ও শাশুড়ির মধ্যেই বনিবনা ছিল না। যার ফলে স্বপন দাসের স্ত্রী তার বাবার বাড়ি চলে গিয়েছিলো দুর্গাপুরে। এরপরে বৃদ্ধা মায়ের উপর অত্যাচার শুরু করে অভিযুক্ত ছেলে স্বপন দাস। এর আগেও বৃদ্ধা মাকে মারধর করে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল অভিযুক্ত ছেলে। রবিবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় এসে মায়ের সাথে ঝগড়া করে, শুরু হয় অশান্তি। এরপরই বাড়িতে থাকা বাঁশ দিয়ে বৃদ্ধা মাকে পেটাতে থাকে। মাথা থেঁতলে দেওয়া হয় ওই বৃদ্ধার। তার আর্তচিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। রক্তাক্ত অবস্থায় আহত বৃদ্ধাকে বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেন। এই ঘটনার পরই ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত ছেলেকে ধরে ফেলেন। পরে পুলিশ এসে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। হবিবপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের পরিবার এবং গ্রামবাসীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্বপন দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।